107

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 10 MAY 1998 ..
পৃষ্ঠা 7 কলাম ১ ..

৪ হলে বৈধ ছাত্রদের তুলে দেওয়ার পরই অবৈধদের প্রবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি হলে বহিরাগত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি হল বাদে বাকি ১০টি ছাত্রহলেই এখন বহিরাগত সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছে। গত বৃহস্পতিবার দিনে পরিচয়পত্র দেখে ৪টি হলে বৈধ ছাত্রদের তুলে দেওয়ার পর রাতেই বহিরাগত কিছু সন্ত্রাসী ঢুকে পড়ে। বড়ো দুটি ছাত্র সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল প্রশাসন সূত্রে একথা জানা গেছে।

প্রভোস্টস স্ট্যান্ডিং কমিটি গতকাল প্রবেশকারী বহিরাগত, সন্ত্রাসী ও বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের সতর্ক করে বলেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কর্তৃপক্ষের করার কিছু থাকবে না।

হলে বহিরাগতদের উপস্থিতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু হলের বর্তমান প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হলের হাউজ টিউটরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী হলে বহিরাগতদের উপস্থিতির কথা সঠিক।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে একটি বড়ো ছাত্র সংগঠনের দুজন কেন্দ্রীয় নেতার নেতৃত্বে প্রায় ৪০ জন যুবক পরিচয়পত্র না দেখিয়ে সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে এবং আধঘন্টা পর তাদের মধ্য থেকে ২০ জন বেরিয়ে যায়। একই দিন রাত ১০টার দিকে আরো দুজন নেতার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হলে ৫০জন পরিচয়পত্র না দেখিয়ে প্রবেশ করে এবং পরে তাদের মধ্য থেকে ৩০ জন বেরিয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একই প্রক্রিয়ায় জিয়া হলেও কিছু বহিরাগত অবস্থান নিয়েছে। একই সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় ও হল পর্যায়ের নেতৃত্ব সন্ত্রাসীদের অবস্থানের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় জসীমউদ্‌দীন হলে এখনো বহিরাগতরা ঢোকেনি। তবে এই হলের বাইরের চত্বরে বহিরাগতরা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, উল্লিখিত ৪টি হলসহ মুহসীন ও এ এফ রহমান হলে বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে পরিচিত গ্রুপগুলো সমন্বিতভাবে অবস্থান করছে। এরা আগে জহুরুল, সলিমুল্লাহ, শহীদুল্লা ও ফজলুল হক হল থেকে নিজ সংগঠনের ভিন্ন গ্রুপ দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল। তবে এদের বেশির ভাগই বঙ্গবন্ধু হলে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

একই সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ এখন সলিমুল্লাহ ও জহুরুল হক হলে অবস্থান করছে। উভয়পক্ষ পরস্পরের ওপর হামলার আশঙ্কা করছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, লালবাগ ও কামরাঙ্গির চরের বেশ কিছু বহিরাগত এই দুটি হলে অবস্থান করছে।

অন্যদিকে শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে অবস্থানরত ঐ সংগঠনের অপর একটি গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সঙ্কটে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা যায়। এই হল দুটিতেও বহিরাগত সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছে বলে ছাত্ররা জানায়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র জগন্নাথ হলেই বহিরাগত সন্ত্রাসীরা নেই বলে জানা গেছে।

● এরপর – পৃষ্ঠা ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি হলে বহিরাগত

● প্রথম পাতার পর

হলের প্রাধ্যক্ষ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পরই বহিরাগত সন্ত্রাসীদের উৎখাতের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

এদিকে বৈধ ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখে হলে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় অপর বৃহৎ সংগঠনটির একটি গ্রুপের সমর্থিতরা হলে অবস্থান নিয়েছে। তারা বর্তমানে সূর্যসেন ও জিয়া হলে রয়েছে। অন্যদিকে পার্থ হত্যার আসামি হিসেবে অভিযোগ করে কয়েকজনকে হলে উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছে। উভয় বড়ো সংগঠনের ভিতরের গ্রুপগুলো একে অন্যকে প্রলুব্ধও করছে নিজদলীয় বিপক্ষের সঙ্গে লড়ার জন্য।

গতকাল শনিবার উপাচার্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সকল হলের প্রভোস্টদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হলের ছাত্র না হলে কেবল বিভিন্ন সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ অতিথি কক্ষ পর্যন্ত যেতে পারবেন। রাত ১১টায় হলের গেট বন্ধ করা হবে।